লেকচার ২

- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, পাহাড়-পবর্ত, লেক
- জলপ্রপাত, ঝর্ণা, হাওড়-বাওড়, বিল, উপত্যকা, পয়েন্ট,
- বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম
- সাম্প্রতিক তথ্য প্রবাহ

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, পাহাড় পর্বত, খনিজ, শিলা, জলপ্রপাত, হাওর-বাওড়, বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে তিনভাগে ভাগ করা যায়–

১. **টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহঃ** রাঙামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের পাহাড়ী এলাকাগুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। পাহাড়গুলো বেলে পাথর, স্লেট জাতীয় প্রস্তর এবং কংকর সংমিশ্রনে গঠিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের টিলাসমূহ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। পাহাড়গুলো আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়। এ টারশিয়ারী পাহাড়গুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ: রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান জেলা ও চট্টগ্রাম জেলার অংশবিশেষে অবস্থিত পাহাড়সমূহ নিয়ে গঠিত। রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার অর্থাৎ ২০০০ ফুট। এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য পাহাড়গুলো হলো ১,২৩০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট শৃঙ্গ কেওক্রাডং (বান্দরবান রুমা), তাজিনডং (বিজয়) এর উচ্চতা ১২৮০ মিটার (বান্দরবান, রুমা), মদকটং , মদকমুয়াল, মোদক/সাফাহাফাং ১০০০ মি. (থানচি), পিরামিড ৯১৫ মি।

খ) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ: এই অঞ্চলের পাহাড় গুলোর স্থানীয় নাম-টিলা। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় ছোট ছোট পাহাড়গুলো অবস্থিত। ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ (ত্রিপুরার পাহাড় বলে), সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। উত্তরের পাহাড়গুলো টিলা নামে পরিচিত যার উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার। উল্লেখযোগ্য পাহাড় গুলো হলো চিকনাগুল (সিলেট); খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া (সিলেট)

২. **প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহঃ** আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের বরফ যুগকে প্লাইস্টোসিনকাল বলে। উত্তর-পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় বা উচ্চভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। প্লাইস্টোসিনকালে এসব সোপান গঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। নিচে এসব উচ্চভূমির বর্ণনা দেওয়া হলো। এর আয়োতন বাংলাদেশের মোট ভূমির ৮%। আন্ত:বরফ গলা পানিতে প্লাবন হয়ে এসব চক্রর সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাংশের সুবিশাল বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়ের উচ্চভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের মাটির রং ধূসর ও লালচে। এ উচ্চভূমিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

ক. বরেন্দ্রভূমি: উত্তরবঙ্গের পদ্মা ও যমুনার দোয়াব অঞ্চলের মধ্যভাগে নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, দিনাজপুরের অংশবিশেষ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বরেন্দ্রভূমি বিস্তৃত। প্লাবন সমভূমি হতে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ স্থানের মাটি ধূসর ও লালচে এবং অসমতল সোপান (সিড়ি) আকৃতির।

খ. মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়: ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার অন্তর্গত। টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। সমভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। মাটির রং লালচে ও ধূসর। এর উত্তরে: পুরাতন ব্রহ্মপুত্র; এবং দক্ষিনে: বুড়িগঙ্গা। মধূপুর গড়কে: অনেকে নদী সোপান বলে। অনেকে উত্থিত বা ব-দ্বীপ বলে।

গ.লালমাই পাহাড়: লালমাই পাহাড় কুমিল্লা শহরের ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত এ পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গকিলোমিটার এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার। মাটি-লালচে এ পাহাড়ের পাদদেশে আলু, তরমুজ চাষ হয়।

৩. **সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমিঃ** এ অঞ্চল পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও এদের উপনদী ও শাখানদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। হাওর, বিল, পাহাড়, লেক, জলপ্রপাত, ঝরনা, উপত্যকা বা ভ্যালি। প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার যা বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮০%। এ সমভূমি বাংলাদেশের উত্তর অংশ থেকে উপকূলের দিকে ক্রমনিম্ন। সুন্দরবন অঞ্চল প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত। বাকি অঞ্চলগুলো যেমন- দিনাজপুরের উচ্চতা ৩৭.৫০ মিটার বগুড়ার উচ্চতা ২০ মিটার, ময়মনসিংহের উচ্চতা ১৮ মিটার এবং নারায়ণগঞ্জ ও যশোরের উচ্চতা ৮ মিটার। এ অঞ্চলে রয়েছে কিছু সংখ্যক পরিত্যক্ত অশ্বখুরাকৃতি নদীখাত স্থানীয় ভাবে এগুলো বিল, ঝিল ও হাওর বলে পরিচিত। চলনবিল, মাদারিপুর বিল ও সিলেট অঞ্চলের হাওরসমূহ বর্ষায় হ্রদের আকার ধারণ করে। সমভূমির মাটির স্তর খুব গভীর এবং ভূমি খুবই উর্বর।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটির ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) রংপুর ও দিনাজপুরের পাদদেশীয় পলল পাখা সমভূমি

খ) ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেটের অন্তর্গত বন্যা প্লাবন সমভূমি।

গ) ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, বরিশাল, পঠুয়াখালি, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে ব-দ্বীপ সমভূমি। নিষ্ক্রিয় ব-দ্বীপ গড়াঁই মধুমতি নদীর পশ্চিমে। সক্রিয় ব-দ্বীপ গড়াঁই মধুমতি নদীর পূর্বে।

ঘ) নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি।

ঙ) খুলনা পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি-সুন্দরবন/বাদাবন

বাংলাদেশের পাহাড়

পাহাড়	অবস্থান	স্থিরচিত্র
গারো	ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা	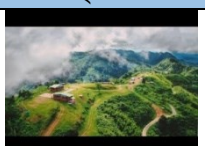
লালমাই	কুমিল্লা	
চন্দ্রনাথ, বাটালি	চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডু	
কুলাউড়া	মৌলভীবাজার	
চিম্বুক, শিপ্পি, নীলগিরি, ডিম	বান্দরবান	
জৈয়ন্তিয়া	সিলেট	
আলুটিলা	খাগড়াছড়ি	
দুমলোং	রাঙামাটি	

❖ **বাংলাদেশের পর্বত**

পর্বত	অস্থান
মদকটং বা সাফাহাফাং	থানচি বান্দরবান
তাজিংডং বা বিজয়	বান্দরবান
কেওক্রাডং	বান্দরবান

নোট: বেসরকারী ভাবে দেশের সর্বোচ্চ পাহাড় সাফাহাফাং বা মদকটং থানচি বান্দরবান।

খনিজ (Mineral)

ভূত্বক শিলা দ্বরা গঠিত শিলা বিভিন্ন খনিজের সংমিশ্রণে গঠিত। কতকগুলো মৌলিক উপাদান; প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাই খনিজ। খনিজ হলো একটি প্রাকৃতিক অজৈব পদার্থ। শিলা হলো এক বা একাধিক খনিজের মিশ্রণ। কিছু কিছু খনিজ একটি মাত্র মৌল দ্বারাও গঠিত হতে পারে।

- **মৌল ও যৌগ বিবেচনায়: খনিজ ২ প্রকার:** (১) মৌলিক খনিজ যেমন হীরা, সোনা, তামা, রূপা, পারদ ও গন্ধক।
  (২) যৌগিক খনিজ যেমন: তেল, গ্যাস।
- **ভৌত অবস্থা বিবেচনায় খনিজ ৩ প্রকার:** (১) কঠিন (বক্সাইট, গন্ধক, সালফার),
  (২) তরল (পারদ, পেট্রোলিয়াম), (৩) গ্যাস।
- **গঠনের দিক দিয়ে খনিজ ২ প্রকার:** ধাতব ও অধাতব খনিজ।

সবচেয়ে নরম খনিজ টেলক। সবচেয়ে কঠিন খনিজ হীরক। কিছু খনিজ এবং শিলা একই পদার্থ যেমন: পাললিক শিলা, চুনাপাথর। এটি ক্যালসাইট নামের একটি খনিজ। শিলা হিসেবে এটি চুনাপাথর নামে পরিচিত।

কতকগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে, তাকে খনিজ বলে। খনিজ সাধারণত দুই বা ততোধিক মৌলের সমন্বয়ে গঠিত। তবে কিছু কিছু খনিজ একটি মাত্র মৌল দ্বারাও গঠিত হতে পারে। একটি মাত্র মৌল দিয়ে গঠিত খনিজ হচ্ছে হীরা, সোনা, তামা, রূপা, পারদ ও গন্ধক। আবার সবচেয়ে কঠিন খনিজ হীরা এবং সবচেয়ে নরম খনিজ টেলক।

শিলা (Rock)

ভূত্বক যেসব উপাদান দিয়ে তৈরি তার সাধারণ নাম শিলা। শিলা এক বা একাধিক খনিজের মিশ্রণ। শিলা গঠনকারী প্রতিটি খনিজের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যদিও বেশির ভাগ শিলাই একাধিক খনিজ দ্বারা গঠিত হয়। সে ক্ষেত্রে খনিজ এবং শিলা একই পদার্থ। যেমন- ক্যালসাইট একটি খনিজ এবং শিলা হিসেবে এটি চুনাপাথর নামে পরিচিত। উৎপত্তি অনুযায়ী ভূত্বকের শিলা তিন ধরনের। যথা- আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা এবং রূপান্তরিত শিলা।

ক) আগ্নেয় শিলা (Igneous Rock)

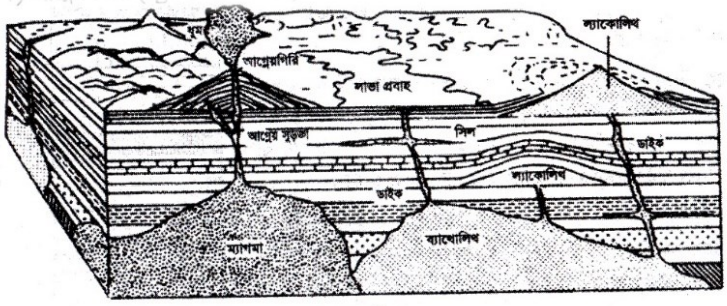

আগ্নেয় শিলা

পৃথিবীর শুরু থেকে যে সব শিলা উত্তপ্ত গলিত অবস্থা হতে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে কঠিন হয়েছে, তাই আগ্নেয় শিলা। Igneous অর্থ আগুন। অগ্নিময় অবস্থা হতে এ শিলার সৃষ্টি হয়েছিল বলে একে আগ্নেয় শিলা বলে। আগ্নেয় শিলার অন্য নাম প্রাথমিক শিলা, অন্তরীভূত শিলা। আগ্নেয় শিলার স্ফটিকার, অপেক্ষাকৃত ভারী, কঠিন ও কম ভঙ্গুর। এতে জীবাশ্ম দেখা যায় না। উদাহরণ- গ্রানাইট, গ্যাব্রো, সায়েনাইট, ডায়োরাইট, পরফাইরি, টাফ, ব্রেসিয়া, রায়োলাইট, ব্যাসল্ট, অ্যান্ডেসাইট, ব্যাথোলিথ, ল্যাকোলিথ, ডাইক, সিল প্রভৃতি।

খ) পাললিক শিলা (Sedimentary Rock)

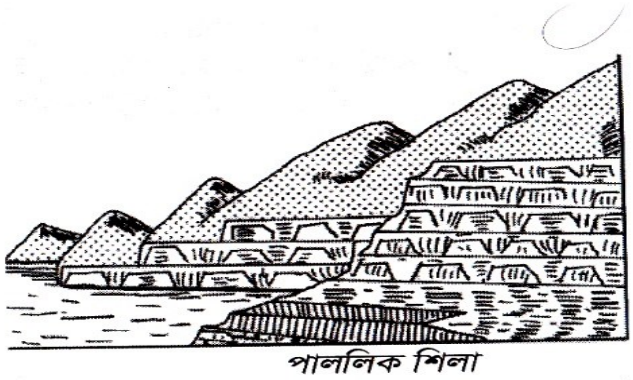

পাললিক শিলা

পলি সঞ্চিত হয়ে যে শিলা গঠন করে তা পাললিক শিলা। এ শিলায় পলি সাধারণত স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় বলে একে স্তরীভূত শিলাও বলে। পাললিক শিলা রম ও হালকা, সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে জীবাশ্ম দেখা যায়। পাললিক শিলায় ছিদ্র দেখা যায়।

উদাহরণ: চুনাপাথর, কয়লা, নুড়িপাথর, বেলেপাথর, পলিপাথর, কর্দমপাথর, চক, কোকিনা, নবণ, ডালোমোইট, জিপসাম, ডায়াটম প্রভৃতি

এ শিলা ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের শতকরা ৫ ভাগ দখল করে আছে। তবে মহাদেশীয় ভূত্বকের আবরণের ৭৫ ভাগই পাললিক শিলা পলল বা তলানি থেকে গঠিত হয়। স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় বলে একে স্তরীভূত শিলাও বলে। পাললিক শিলা যৌগিক, জৈবিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠিত হতে পারে। বেলপাথর, কয়লা, শেল, চুনাপাথর, জিপসাম, ভায়াটিম, কাদাপাথর, কেওলিন পাললিক শিলার উদাহরণ। জীবদেহ থেকে উৎপন্ন হয় বলে কয়লা ও খনিজ তেলকে জৈব শিলাও বলে। অনেক পাললিক শিলার মধ্যে জীবাশ্ম দেখা যায়।

পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য: পাললিক শিলা স্তরীভূত নরম ও হালকা, সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে জীবাশ্ম দেখা যায়। এই শিলায় ছিদ্র দেখা যায়।

গ) রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rock)

আগ্নেয় ও পাললিক এ উভয় প্রকার শিলায় তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর খনিজ উপাদান ও বুনটের পরিবর্তন হয়ে যে নতুন শিলার সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে। আগ্নেয় বা পাললিক শিলা হতে পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপান্তরিত শিলার সৃষ্টি হয়।

প্রধান রূপান্তরিত শিলা হলো-

চুনাপাথর রূপান্তরিত হয়ে; মার্বেল। বেলেপাথর রূপান্তরিত হয়ে; কোয়ার্টজাইট। কাদা ও শেল রূপান্তরিত হয়ে: স্লেট। গ্রানাইট রূপান্তরিত হয়ে: নিস এবং কয়লা রূপান্তরিত হয়ে; গ্রাফাইটে পরিণত হয়।

- (গ্রানাইট থেকে সৃষ্টি হয়)।
- মার্বেল (চুনাপাথর বা ডোলোমাইট থেকে)
- কোয়ার্টাজাইট (কোয়ার্টজ, বেলেপাথর থেকে)।
- স্লেট (শেল থেকে)
- গ্রাফাইট (কয়লা থেকে)

রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য: এই শিলা স্পটিকযুক্ত খুব কঠিন হয়। এতে জীবাশ্ম দেখা যায় না। কোনো কোনো রূপান্তরিত শিলায় ঢেউ খেলানো স্তর দেখা যায়।

❖ **বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত**

সমুদ্র সৈকত	অবস্থান
কক্সবাজার	কক্সবাজার ১২০ কি.মি. (প্রচলিত তথ্য মতে ১৫৫ কি.মি.)
কুয়াকাটা	পটুয়াখালী ১৮ কি.মি.
ইনানী, জালিয়ার দ্বীপ	কক্সবাজার
পতেঙ্গা	চট্টগ্রাম

❖ বাংলাদেশের দ্বীপ

দ্বীপ	জেলা	বর্ণনা
সেন্টমার্টিন দ্বীপ	কক্সবাজার	আয়তন ৮ বর্গ কি.মি. অন্য নাম নারিকেলজিঞ্জিরা
ছেঁড়াদ্বীপ	কক্সবাজার	বাংলাদেশের মানচিত্রে দক্ষিণের সর্বশেষ বিন্দু। দক্ষিণ দিকে এর পরে বাংলাদেশের আর কোনো ভূখণ্ড নেই।
মহেশখালী দ্বীপ (ডিজিটাল দ্বীপ)	কক্সবাজার	একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ ২৬৮ বর্গ কি.মি.। এই পাহাড়টির নাম মৈনাক পাহাড়।
নিঝুম দ্বীপ	নোয়াখালী	পূর্বনাম বাউলার চর, ৯১ বর্গকি.মি.
হাতিয়া	নোয়াখালী	হাতিয়া দ্বীপ হচ্ছে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর এলাকার উত্তর দিকে অবস্থিত মেঘনা নদীর মোহনায় একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের আয়তন ৩৭১ কি.মি.
ভোলা দ্বীপ	ভোলা	বৃহত্তম দ্বীপ, একমাত্র দ্বীপ জেলা। দ্বীপের রাণী
মনপুরা দ্বীপ	ভোলা	বঙ্গোপসাগর এলাকার উত্তরদিকে মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের আয়তন ৩৭৩ বর্গ কিলোমিটার।
কুতুবদিয়া দ্বীপ	কক্সবাজার	এই দ্বীপটির আয়তন প্রায় ২১৬ বর্গ কিলোমিটার। এই দ্বীপে রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সমুদ্র সৈকত, লবণ চাষ, বাতিঘর এবং কুতুব আউলিয়ার মাজার। দ্বীপটি বাতি ঘরের জন্য বিখ্যাত।
শাহপরির দ্বীপ	কক্সবাজার	নাফ নদীর মোহনায় বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত।
বঙ্গবন্ধু দ্বীপ	বাগেরহাট	মংলা, বাগের হাট, সুন্দরবন। ৮ বর্গ কি.মি. এই দ্বীপ টি পুটুনি নামেও পরিচিত।
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ	সাতক্ষীরা	৮ বর্গ কি.মি. অন্য নাম পূর্বাশা দ্বীপ/নিউমুর দ্বীপ।

Confusing

❖ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কোনটি?

উত্তর: বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বিজয় বা তাজিংডং (উচ্চতা ১২৩১ মিটার)। বাংলাদেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কেওক্রাডং (উচ্চতা ১২৩০ মিটার) [Source: ভূগোল ও পরিবেশ, নবম-দশম শ্রেণি]

ব্যাখ্যা: বান্দরবান জেলার 'জেলা তথ্য বাতায়নে' প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, দেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিংডং বা বিজয় যার উচ্চতা প্রায় ৪৫০০ ফুট। আবার ইউএস ডিওলজিক্যাল সার্ভে জাপান ও জার্মানির প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে গবেষণা করে বেসরকারিভাবে পাওয়া গেছে তাজিংডং নয়, সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ 'মদকটং বা সাফাহাফাং। যার উচ্চতা ৩৪৫১ ফুট। তবে সরকারিভাবে দেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হিসেবে এখনও 'তাজিংডং' বিবেচিত।

বাংলাদেশের বিল

বিল	অবস্থান
চলনবিল	পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ
তামাবিল	সিলেট
ভবদহ বিল	যশোর
বগা	বান্দরবান
বিল ডাকাতিয়া	ডুমুরিয়া, খুলনা
আড়িয়াল বিল	শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
বাইক্কা বিল	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
চন্দ্রা বিল	গোপালগঞ্জ

বাংলাদেশের হাওড়

হাওড়	অবস্থান
হাকালুকি	মৌলভীবাজার ও সিলেট
টাঙ্গুয়ার	সুনামগঞ্জ
হাইল	মৌলভীবাজার
বুরবুক	জৈন্তাপুর, সিলেট

বাংলাদেশের তাপমাত্রা ঃ

	উষ্ণতম	শীতলতম
স্থান	নাটোরের লালপুর	সিলেটের শ্রীমঙ্গল
জেলা	রাজশাহী	সিলেট
মাস	এপ্রিল	জানুয়ারি

❖ গড় তাপমাত্রা ২৬.০১°c

❖ গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সে.মি.

❖ সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত- সিলেটের লালখান

❖ সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত- নাটোরের লালপুরে।

বাংলাদেশের জলপ্রপাত

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত

উৎপত্তিস্থল: বড়লেখা উপজেলার পাথারিয়া পাহাড় থেকে
উচ্চতা: ২৫০ ফুট

	অবস্থান
শুভলং	রাঙামাটি
হামহাম	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
পরীকুণ্ড	বড়লেখা
নাফাখুম	থানচি, বান্দাবর

লুলাইং শৃঙ্গের জলপ্রপাত

উৎপত্তি: পার্বত্য চট্টগ্রাম

জলপ্রপাতের নাম	অবস্থান
বাকলাই	থানচি, বান্দরবান
ফাইপি	থাইকং, বান্দরবান
ঋজুক	রুমা, বান্দরবান
রিছাং	খাগড়াছড়ি

বাংলাদেশের ঝর্ণা

সংজ্ঞা: যে উৎস থেকে চুয়ে চুয়ে পানি পতিত হয়, তাই ঝার্ণা।

নাম	অবস্থান	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
হিমছড়ি	কক্সবাজার	বাংলাদেশের একমাত্র শীতল পানির ঝরণা
সীতাকুণ্ড	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম	বাংলাদেশের একমাত্র উষ্ণ পানির ঝরণা
নাফাখুম	রোমাক্রি, বান্দরবান	
শুভলং	বরকল, রাঙ্গামাটি	
শৈল্যপ্রপাত	রুমা, বান্দরবান	
রিসাং	মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি	

জেলা ব্র্যান্ডিং

বাংলাদেশে তিন ধরনের ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১. পর্যটন ব্র্যান্ডিং: পর্যটক আকর্ষণের উপর ভিত্তি করে।
২. পণ্য ব্র্যান্ডিং: জেলার উল্লেখযোগ্য পণ্যকে কেন্দ্র করে।
৩. উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং: কোনো জেলার জনহিতকর কোনো উদ্যোগকে ব্র্যান্ডিং। উদ্দেশ্য: পর্যটক আকর্ষণ

- জনমুখী সেবা
- সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য
- বিখ্যাত খাবার
- জনহিতকর উদ্ভাবন

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ঃ

- জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত ঝুঁকির কারণে কাঙ্খিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ নামে এক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা নেদারল্যান্ডের ডেল্টা ব্যবস্থাপনার আলোকে।
- এটি মূলত একটি অভিযোজন ভিত্তিক কারিগরি ও অর্থনৈতিক কর্ম-মহাপরিকল্পনা যা উন্নয়ন ফলাফলের উপর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, প্রকৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে প্রণীত হয়েছে।
- ছয়টি জেলা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিমুক্ত তাই এখানে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা কার্যকর হবে না। ছয়টি জেলা হচ্ছে- গাজীপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ময়মনসিংহ, নীলফামারী ও শেরপুর।
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপের সমগ্র দেশকে ছয়টি হটস্পটে বিভক্ত করা হয়েছে।

নাম	জেলার সংখ্যা	টাকা (কোটি)
১. উপকূলীয় অঞ্চল	১৯	৪৫৪৩৬
২. বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল	১৮	১৬৩১৪
৩. হাওর ও আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহ	৭	২৭৯৮
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম	৩	৫৯৮৬
৫. নদী অঞ্চল ও মোহনা	২৯	৪৮২৬১
৬. নগর এলাকাসমূহ	৭	৬৭১৫২

[Source: NEC 2018]

ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশের সম্ভাবনা ঃ

- অসংখ্য নদ-নদী ও জলাভূমি এ ব-দ্বীপে মৎস্য উৎপাদনে অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
- নৌ-পরিবহণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে বাংলাদেশ রয়েছে।
- সমুদ্রে অবাধ প্রবেশাধিকারের ফলে বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) বিকাশে ও অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।
- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে তিনটি জাতীয় অভিষ্ট রয়েছে।

১. অভিষ্ট ১ ঃ ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ
২. অভিষ্ট ২ ঃ ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং
৩. অভিষ্ট ৩ ঃ ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন।

- **সরকারে গৃহীত পদক্ষেপ ঃ**

সরকার ১ম পদক্ষেপ ২০১৮-২০৩০ এর জন্য ৮০টি প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে।

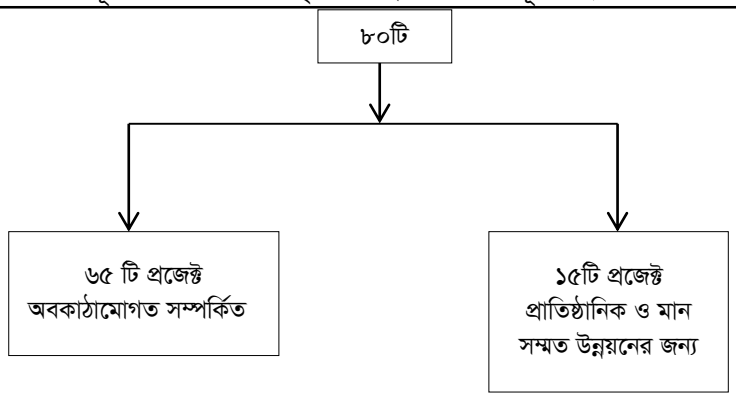

খরচ হবে ঃ

২,৯৭,৮২৭ কোটি টাকা ২০৩০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১ম পদক্ষেপ।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা বা ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বঃ

☑ **ভূ-রাজনীতিঃ** ভূ-রাজনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Geo politics. এটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ থেকে Geo যার অর্থ ভূ ও Politics যার অর্থ রাষ্ট্র সম্পর্কিত। রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলির সমাধানের চেষ্টায় রাজনৈতিক ভূগোলের সকল প্রয়োজকেই ভূ-রাজনীতি বলা হয়।

☑ **গুরুত্বঃ** বর্তমানে বিশ্বে আলোচিত উদীয়মান অর্থনীতির দেশ চীন ও ভারত এবং দক্ষিণে বিশাল জলরাশি বঙ্গোপসাগরের মতো অবস্থানিক জোনে অবস্থিত বাংলাদেশ যা এর আঞ্চলিক রাজনীতি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

দুইটি দৃষ্টিকোন থেকে গুরুত্ব বিবেচনা করা যায়।

ক. অর্থনৈতিক দিক

খ. ভূ-রাজনৈতিক দিক

ক. অর্থনৈতিক দিকঃ বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত এমনভাবে অবস্থিত যে বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে দুদেশই লাভবান হবে। সাশ্রয়ী ট্রানজিটের জন্য বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ । বাংলাদেশ ভারতকে ২০১৫ থেকে ট্রানজিট সুবিধা দিচ্ছে।

☑ **সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করে লাভবান হবার সুযোগঃ**

☑ ল্যান্ড লকড কান্ট্রিগুলো বৈদেশিক বানিজ্য পরিচালনা করা বেশ কষ্টসাধ্য। বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে নেপাল, ভুটান, ভারত, মিয়ানমারের সাথে বানিজ্যে সুবিধা পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও বেগবান করতে চট্টগ্রাম, মংলা কিংবা পায়রা সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের বিকল্প নেই।

☑ **পর্যটনশিল্পে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ ঃ**

☑ বাংলাদেশের রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, রয়েছে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, শৈবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন, নয়নাভিরাম সবুজে ঘেরা পাহাড়ি পার্বত্য অঞ্চল।

☑ **আঞ্চলিক যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গুরুত্বঃ**

☑ বংলাদেশ জোন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্ক ও আসিয়ান অঞ্চলের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে গণ্য হতে পারে এছাড়া এশিয়ান হাইওয়ে, ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে BBIM, BCIM ও BIMSTEC এর অর্থনৈতিক করিডোর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বক এশিয়ার দেশগুলো নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত হয়ে বাণিজ্যিক লেনদেন বাড়াতে পারে যার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে বাংলাদেশ।

☑ **ভূ-রাজনৈতিক দিকঃ** পৃথিবীর দীর্ঘ উপকূল ও সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশ ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

☑ **বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কৌশলগত গুরুত্বঃ**

☑ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। ভারতের 'ভূ-কৌশলগত সীমানার' মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের প্রতিপক্ষ চীনের নিকটবর্তী দেশ বাংলাদেশ। দক্ষিণ চীন সাগরে উত্তেজনা ও ভারত মহাসাগরে চীনা সেনাবাহিনীর তৎপরতা বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

☑ **বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সামরিক গুরুত্বঃ**

☑ ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন সেভেন সিস্টারর্স বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সক্রিয় তৎপরতার কারণে সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভঙ্গুর। এ অঞ্চলের সাথে রয়েছে চীনের সীমান্ত। এখানকার নিরাপত্তা ঝুঁকির জন্য ভারতকে পঞ্চগড়ের উত্তর প্রান্ত ও নেপালের মধ্যবর্তী চিকেন নেক, এর উপর নির্ভর করতে হয় যা অনেক ঘুরপথ, বাংলাদেশের উপর দিয়ে করিডোর পেলে ভারত উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগকে অনেক সহজ করে দিবে। এছাড়া বাংলাদেশের ৪৫,০০০ বর্গমাইল সমুদ্র এলাকা ও বিশাল এক সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করেছে।

বার বার আসা কিছু প্রশ্ন ...

০১.	পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ গিরিখাত কোনটি?	উত্তর : সিন্ধু নদের গিরিখাত।
০২.	সেন্ট লরেন্স নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথায়?	উত্তর : উত্তর আমেরিকা।
০৩.	পর্বত কয় প্রকার?	উত্তর : ৪ প্রকার।
০৪.	ভঙ্গিল পর্বতগুলোর নাম লিখুন?	উত্তর : হিমালয়, আল্পস, রকি।
০৫.	বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর কোথায়?	উত্তর : চট্টগ্রামে।
০৬.	কাপ্তাই বাঁধ কোন নদীর উপর?	উত্তর : কর্ণফুলী
০৭.	কোন নদীর নাম একটি জেলার নামানুসারে?	উত্তর : ফেনী।
০৮.	বাংলাদেশের জলবায়ু সাধারণত কেমন?	উত্তর : সমভাবাপন্ন।
০৯.	বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা কত?	উত্তর : ২৬.০১° সেলসিয়াস।
১০.	বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত কত?	উত্তর : ২০৩ সে.মি.
১১.	বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়?	উত্তর : সিলেট অঞ্চলে।
১২.	বাংলাদেশের কোন অঞ্চল গম চাষের জন্য উপযাগী?	উত্তর : উত্তরাঞ্চল
১৩.	বাংলাদেশের কত শতাংশ লোক কৃষি কাজের সাথে জড়িত?	উত্তর : ৪৭.৩০%

১৪. বাংলাদেশে কত প্রকার পাট চাষ হয়? উত্তর : ৩ প্রকার (তোষা, মেসতা, সাদা)
১৫. বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ কত? উত্তর : ১৩ ভাগ ১৭%
১৬. শক্তির অন্যতম উৎস কী? উত্তর : কয়লা
১৭. বায়ুমন্ডলের স্থর কয়টি? উত্তর : ৬টি
১৮. কোন স্তরে ওজোন (O3) গ্যাসের প্রাধান্য আছে? উত্তর : স্ট্রাটোস্থিয়ার
১৯. নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ কত? উত্তর : ০ডিগ্রী
২০. সুমেরু অক্ষাংশ কত? উত্তর : ৯০ডিগ্রী
২১. কুমেরু অক্ষাংশ কত? উত্তর : ৯০ডিগ্রী
২২. নিরক্ষরেখা থেকে প্রত্যেক মেরুর কৌণিক দূরত্ব কত? উত্তর : ৯০ডিগ্রী
২৩. কর্কটক্রান্তি কত ডিগ্রি? উত্তর : ২৩.৫ডিগ্রী
২৪. মকরক্রান্তি কত ডিগ্রি? উত্তর : ২৩.৫ডিগ্রী দক্ষিণ।
২৫. সুমেরু বৃত্ত বলা হয় কত ডিগ্রিকে? উত্তর : ৬৬.৫ডিগ্রী উত্তর।
২৬. কুমেরু বৃত্ত বলা হয় কত ডিগ্রিকে? উত্তর : ৬৬.৫ডিগ্রী দক্ষিণ।

বিসিএস পরীক্ষায় আসা বিগত সালের প্রশ্নসমূহ

১. কোন দুটি প্লেটের সংযোগস্থল বরাবর মাউন্ট এভারেস্ট অবস্থিত? [৪৬তম বিসিএস]
ক. ইন্ডিয়ান ও ইউরেশিয়ান খ. ইন্ডিয়ান ও বার্মিজ গ. ইন্ডিয়ান ও আফ্রিকান ঘ. বার্মিজ ও ইউরোশিয়ান উত্তর: ক

২. কোন ধরনের শিলায় জীবাশ্ম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে? [৪৪তম বিসিএস]
ক. আগ্নেয় শিলা খ. রূপান্তরিত শিলা গ. পাললিক শিলা ঘ. উপরের কোনোটিই নয় উত্তর: গ

৩. কোন বনাঞ্চল প্রতিনিয়ত লবণাক্ত পানি দ্বারা প্লাবিত হয়? [৪৩তম বিসিএস]
ক. পার্বত্য বন খ. শালবন গ. মধুপুর বন ঘ. ম্যানগ্রোভ বন উত্তর: ঘ

৪. মার্বেল কোন ধরনের শিলা? [৪১তম বিসিএস]
ক. রূপান্তরিত শিলা খ. আগ্নেয় শিলা গ. পাললিক শিলা ঘ. মিশ্র শিলা উত্তর: ক

৫. প্রান্তিক হ্রদ কোন জেলায় অবস্থিত? [৪১তম বিসিএস]
ক. রাঙ্গামাটি খ. খাগড়াছড়ি গ. বান্দরবান ঘ. সিলেট উত্তর: গ

৬. নিচের কোনটি পাললিক শিলা? [৪০তম বিসিএস]
ক. মার্বেল খ. কয়লা গ. গ্রানাইট ঘ. নিস উত্তর: খ

৭. ভূ-তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন ভূমিরূপ গঠিত হয়- [৩৮তম বিসিএস]
ক. টারশিয়ারী যুগে খ. প্লাইস্টোসিন যুগে গ. কোয়াটারনারী যুগে ঘ. সাম্প্রতিক কালে উত্তর: ক

৮. নিম্নে উল্লেখিত ভূমিরূপসমূহের মধ্যে কোনটি হিমবাহের ক্ষয় কার্যের দ্বারা গঠিত? [৩৫তম বিসিএস]
ক. পার্শ্ব গ্রাবরেখা খ. শৈলশিরা গ. ভি-আকৃতির উপত্যকা ঘ. ইউ-আকৃতির উপত্যকা উত্তর: ঘ

৯. প্রথম বাংলাদেশী এভারেস্ট বিজয়ী মুসা ইব্রাহীম কোন সালে মাউন্ট এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন? [৩২তম বিসিএস]
ক. ২০০৮ খ. ২০১১ গ. ২০০৯ ঘ. ২০১০ উত্তর: ঘ

১০. 'গ্রীনল্যান্ড'-এর মালিকানা কোন দেশের? [৩২তম বিসিএস]
ক. সুইডেন খ. নেদারল্যান্ডস গ. ডেনমার্ক ঘ. ইংল্যান্ড উত্তর: গ

১১. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি? [২২তম বিসিএস]
ক. আফ্রিকা খ. ইউরোপ গ. এশিয়া ঘ. উত্তর আমেরিকা গ

১২. এশিয়ার দীর্ঘতম নদ কোনটি? [২২তম বিসিএস]
ক. হোয়াংহো খ. ইয়াংসিকিয়াং গ. গঙ্গা ঘ. সিন্ধু উত্তর: খ

১৩. জাপান ও রাশিয়ার মধ্যকার বিরোধপূর্ণ দ্বীপটির নাম কি? [২৬তম বিসিএস]
ক. কুড়িল দ্বীপপুঞ্জ খ. মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ গ. নিয়াগো গার্সিয়া ঘ. গ্রেট বেরিয়ার রিফ উত্তর: ক

১৪. হালদা ভ্যালি কোথায় অবস্থিত? [২৪তম বিসিএস]
ক. রাঙ্গামাটি খ. খাগড়াছড়ি গ. জাবরী ভ্যালি ঘ. সন্দ্বীপ উত্তর: খ

১৫. কাপ্তাই থেকে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকা– [১৭তম বিসিএস]
ক. মারিস্যা ভ্যালি খ. খাগড়া ভ্যালি গ. জাবরী ভ্যালি ঘ. ভেঙ্গী ভ্যালি উত্তর: ঘ

১৬. 'হিমছড়ি' কোন শহরের নিকট অবস্থিত? [১৫তম বিসিএস]
ক. কক্সবাজার খ. খাগড়াছড়ি গ. রাঙ্গামাটি ঘ. কাপ্তাই উত্তর: ক

১৭. বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় চূড়ার নাম কি? [১৩তম বিসিএস]
ক. লুসাই খ. গারো গ. কেওক্রাডং ঘ. জয়ন্তিকা উত্তর: খ

১৮. কেওক্রাডং-এর উচ্চতা প্রায়? [১২তম বিসিএস]
ক. ১০১০ মিটার খ. ১২৩০ মিটার গ. ১৫৩০ মিটার ঘ. ১৩৬৪ মিটার উত্তর: খ

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সমূহ

১. বাংলাদেশের মানচিত্র প্রথম কে আঁকেন?
ক. জেমস রেনেল খ. কার্ল রিটার গ. হ্যামারেবোল্ড ঘ. টমাস থামসিন উত্তর: ক

২. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান-
ক. ৩৬°০১′ থেকে ৬২°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ খ. ৮৮°০১′ থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
গ. ৪৫°০৫′ থেকে ৯২°৪১′ দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশ ঘ. ৫৫°০৪′ থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব অক্ষাংশ উত্তর: খ

৩. বাংলাদেশের মধ্যখান দিয়ে গিয়েছে?
ক. কর্কট ক্রান্তি রেখা খ. বিষুব রেখা গ. উত্তর অক্ষাংশ ঘ. ৯০° দ্রাঘিমাংশ উত্তর: ক

৪. বাংলাদেশের মোট সীমানা দৈর্ঘ্য?
ক. ৪৭১৯ কি.মি. খ. ৩৫৩৩ কি.মি গ. ৪৫৩০ কি.মি. ঘ. ৫১৩৮ কি.মি. উত্তর: ঘ

৫. বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে কয়টি দেশের?
ক. ৪টি খ. ৩টি গ. ২টি ঘ. ১টি উত্তর: গ

৬. ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা-
ক. ৩০টি খ. ৩৩টি গ. ৩২টি ঘ. ২৯টি উত্তর: ক

৭. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোন জেলার সাথে ভারতের কোন সংযোগ নেই?
ক. বান্দরবান খ. রাঙামাটি গ. যশোর ঘ. সাতক্ষীরা উত্তর: ক

৮. বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মিয়ানমারের সীমানা রয়েছে?
ক. রংপুর খ. বান্দরবান গ. চট্টগ্রাম ঘ. রাঙামাটি উত্তর: ঘ

৯. বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত?
ক. মেঘালয় খ. মিজোরাম গ. মনিপুর ঘ. মিয়ানমার উত্তর: ক

১০. মিয়ানমার বাংলাদেশের কোনদিকে অবস্থিত?
ক. দক্ষিণ পূর্ব খ. দক্ষিণ-পশ্চিম গ. উত্তর পূর্ব ঘ. উত্তর-পশ্চিম উত্তর: ক

১১. বাংলাদেশের কোন জেলার নামে ভারতের জেলা আছে?
ক. রাজশাহী খ. দিনাজপুর গ. বরিশাল ঘ. বগুড়া উত্তর: খ

১২. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য?
ক. ৬টি খ. ৮টি গ. ৫টি ঘ. ৪টি উত্তর: গ

১৩. বাংলাদেশ ভারত যৌথ নদী গবেষণা কমিশন গঠিত হয়?
ক. ১৯৭৫ খ. ১৯৭৪ গ. ১৯৭৩ ঘ. ১৯৭২ উত্তর: ঘ

১৪. চলন বিলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কোন নদী?
ক. আত্রাই খ. মহানন্দা গ. মনু ঘ. তিস্তা উত্তর: ক

১৫. হাকালুকি একটি–
ক. বিল খ. বাওড় গ. লেজ ঘ. হাওড় উত্তর: ঘ

১৬. বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী কোনটি?
ক. মেঘনা খ. পদ্মা গ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. মেঘনা উত্তর: ক

১৭. বাংলাদেশের প্রশস্থতম নদী–
ক. পদ্মা খ. মেঘনা গ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. যমুনা উত্তর: খ

১৮. বাংলাদেশে সবচেয়ে নাব্য নদী?
ক. ব্রহ্মপুত্র খ. মেঘনা গ. পদ্মা ঘ. যমুনা উত্তর: খ

১৯. বাংলাদেশের সবচেয়ে খরস্রোতা নদী?
ক. কর্ণফুলী খ. যমুনা গ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. মেঘনা উত্তর: ক

২০. 'চন্দ্রনাথের পাহাড় কোথায় অবস্থিত?
ক. সীতাকুণ্ডে খ. খাগড়াছড়িতে গ. টেকনাফে ঘ. মৌলভীবাজার উত্তর: ক

২১. বরেন্দ্রভূমি হলো–
ক. সাম্প্রতিককালে প্লাবন সমভূমি খ. টারশিয়ারী যুগের পাহাড়
গ. প্লাইস্টোসিনকালের সোপান ঘ. পাদদেশীয় পলল সমভূমি উত্তর:গ

২২. প্লাইস্টোসিন চত্বর কোথায়?
ক. সিলেট খ. মধুপুর গ. বান্দরবান ঘ. সুন্দরবন উত্তর: খ

২৩. সমুদ্র সমতল হতে দিনাজপুর জেলার উচ্চতা কত মিটার?
ক. ৩৭.৫ মিটার খ. ৪০ মিটার গ. ৩৬.৭ মিটার ঘ. ৩৭.২ মিটার উত্তর: ক

বাড়ির কাজ

১. কোন ভূমিরূপটি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না–
ক. সমভূমি খ. পাহাড় গ. মালভূমি ঘ. সবগুলো উত্তর:গ

২. বরেন্দ্র ভূমি হল?
ক. প্লাইস্টোসিন কালের সোপান খ. সমভূমি গ. পর্বতভূমি ঘ. মালভূমি উত্তর: ক

৩. লালমাই পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. কুমিল্লা খ. দিনাজপুর গ. যশোর ঘ. রাঙামাটি উত্তর: ক

৪. আহ্নিক গতির সাহায্যে নির্ণয় করা হয়?
ক. পৃথিবীতে দিবারাত্রি খ. জোয়ার ভাটা গ. সময় গণনা ঘ. সব কয়টি উত্তর: ঘ

৫. বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা-
ক. ৭০০টি খ. ৮০০ টি গ. ৯০০ টি ঘ. ১০০০ টি উত্তর: ক

৬. ভোরের আকাশে শুকতারা ও সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যাতারা নামে পরিচিত-
ক. বৃহস্পতি গ্রহ খ. শনিগ্রহ গ. শুক্রগ্রহ ঘ. বুধগ্রহ উত্তর: গ

৭. শুক্র সৌরজগতের সবচেয়ে –
ক. উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত গ্রহ খ. বৃহৎ গ্রহ গ. দূরত্বতম গ্রহ ঘ. শীতলগ্রহ উত্তর: ক

৮. মঙ্গলকে খালি চোখে দেখতে কেমন দেখায়?
ক. সাদা খ. ধূসর গ. লালচে ঘ. কালো উত্তর: গ